প্রথম আলো

তারিখ 18 JAN 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১৬

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তুলকালাম

মাদ্রাসার ছাত্ররা জড়িত বলে এখন বিএনপি নেতাদের নামে মামলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ●

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে গত সোমবার হামলা-ভাঙচুর-সংঘর্ষের পর পুলিশ বলেছিল, এ ঘটনায় মাদ্রাসার ছাত্ররাই জড়িত। একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর সূত্রপাত হয়। কিন্তু ঘটনার পর পুলিশ যে মামলা করেছে, তাতে আসামি করা হয়েছে স্থানীয় বিএনপির ৪৪ জন নেতা-কর্মীকে। দেখা গেছে, ওই নেতা-কর্মীরা আড়াই মাস কারাভোগের পর ঘটনার দিনই জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়, বিজয় টেলিকমের মালিক রনির বাবা সেলিম আহমেদ ১১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি হওয়ায় ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগসহ এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী ও ব্যবসায়ীরা টিএ রোড এলাকায় এবং মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকেরা কান্দিপাড়া মোড়ে অবস্থান নেন। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। মামলায় জেলা বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক জহিরুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শামীম মোল্লা ও যুবদলের আহ্বায়ক মনির হোসেনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এসব নেতার নেতৃত্বে বিএনপি তথা ২০-দলীয় ঐক্যজোটের অজ্ঞাতনামা ২০০ থেকে ২৫০ নেতা-কর্মী পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল, ককটেল ও আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা গুলি করেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার এম এ মাসুদ গত শনিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, যেকোনো ঘটনায় হামলার পেছনে ইন্ধনদাতা ও অর্থ জোগানদাতা থাকে। বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

সোমবার বিকেলে শহরের টিএ রোডে জেলা পরিষদ মার্কেট এলাকায় একজন বয়স্ক ইজিবাইকচালকের সঙ্গে কান্দিপাড়া জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার এক ছাত্রের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এর জের ধরে সন্ধ্যায় মাদ্রাসার ছাত্ররা জেলা

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

বিএনপি নেতাদের নামে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিষদ মার্কেটের বিজয় টেলিকমের মালিক রনি আহমেদকে মারধরসহ দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এর কিছুক্ষণ পর ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও পুলিশের সঙ্গে মাদ্রাসার ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়।

এ ঘটনায় সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলী আক্কাস বাদী হয়ে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের ৪৪ জন নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ২০০ থেকে ২৫০ জনকে আসামি করে পরদিন একটি মামলা করেন।

প্রসঙ্গত, সোমবার সন্ধ্যায় সংঘর্ষের পর রাতে সদর মডেল থানার সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) তাপস রঞ্জন ঘোষ সাংবাদিকদের বলেছিলেন, জেলা পরিষদ মার্কেটের একটি দোকানে মাদ্রাসার ছাত্ররা ভাঙচুর চালায়। পরে উত্তেজিত জনতা ও মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় পুলিশের বেশ কয়েকজন সদস্য আহত হন। সেদিন সংঘর্ষের সঙ্গে বিএনপির সম্পৃক্ততার কথা তিনি বলেননি।

বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৬ অক্টোবর রাজনৈতিক মামলায় বিএনপির নেতা-কর্মীরা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। জামিন নামঞ্জুর করে বিএনপির ৪২ জন নেতা-কর্মীকে জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত। এঁদের মধ্যে ৩১ জন দুই মাস ১৭ দিন পর সোমবার জামিনে কারাগার থেকে মুক্তি পান। অথচ ওই দিনের ঘটনায় তাঁদেরও আসামি করা হয়েছে।

জেলা বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান মোল্লা *প্রথম আলোকে* বলেন, '৭৭ দিন জেলে থাকার পর ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় আমিসহ আমাদের নেতা-কর্মীরা বাড়িতে ফিরেছি। ওই দিনের সংঘর্ষের ঘটনার কিছুই আমরা জানি না। অথচ আমাদের ওপর দোষ চাপানো হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, সামনে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে বিএনপির নেতা-কর্মীদের এসব মামলায় জড়ানো হচ্ছে।

ছাত্র নিহতের ঘটনায় মামলা: সোমবার সন্ধ্যায় সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার ছাত্র মাসুদুর রহমান। এ ঘটনার ছয় দিন পর গত রোববার দুপুরে সদর মডেল থানায় হত্যা মামলা করেছেন ওই মাদ্রাসার শিক্ষক শামসুল হক। এতে আসামি করা হয়েছে অজ্ঞাতনামা ৫০০ জনকে।